জাতীয় পল্লী উন্নয়ন নীতি

২০০১

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ভূমিকা

পল্লী অঞ্চলের উন্নয়ন বাংলাদেশের সার্বিক অগ্রগতির পূর্বশর্ত। পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা বিভিন্নমূখী কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। কর্মসূচী সমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দিক হচেছ দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী, সামাজিক নিরাপত্তামূলক কার্যক্রম, পল্লীর ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, মহিলাদের ক্ষমতায়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার কল্যাণ, পুষ্টি ও পরিবেশ সংরক্ষণ ইত্যাদি। এ সকল কার্যক্রমকে সুসমন্বিত এবং সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনার আলোকে বাস্তবায়নের নিমিত্তে একটি "জাতীয় পল্লী উন্নয়ন নীতি" প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘদিন থেকে অনুভব করা হচেছ।

২। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ৯ই জুলাই,২০০০ পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন উদ্বোধনকালে একটি জাতীয় পল্লী উন্নয়ন নীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে ঘোষণা দেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনার আলোকে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের পক্ষ থেকে একটি নীতি প্রণয়নের কার্যক্রম শুরু করার লক্ষ্যে বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি একটি খসড়া পল্লী উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন করে। খসড়া নীতির উপর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বেসরকারী সংস্থা, আন্তর্জাতিক সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী ও গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠানের মতামত গ্রহণ করা হয়। প্রাপ্ত অভিমতের আলোকে খসড়া নীতিমালায় প্রয়োজনীয় সংযোজন ও পরিবর্তন করা হয় এবং কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এভাবে একটি খসড়া পল্লী উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন করে মন্ত্রিসভার সদয় বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করা হলে, মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে পল্লী উন্নয়ন নীতি অনুমোদিত হয়।

৩। জাতীয় পল্লী উন্নয়ন নীতির মোট ৭টি অনুচেছদ আছে। এ নীতির মূল অনুচেছদ হচেছ- কর্মসূচী। এ অনুচেছদটি ৩০টি উপ-অনুচেছদে বিভক্ত। এ উপ-অনুচেছদ গুলোর মধ্যে অন্যতম হচেছ- পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন, কৃষিভিত্তিক পল্লী উন্নয়ন, গ্রামীণ শিক্ষা ব্যবস্থা, পল্লী স্বাস্থ্য সেবা ও পুষ্টি উন্নয়ন, পল্লীর জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, গ্রামীণ শিল্পের বিকাশ, গ্রামীণ মহিলাদের ক্ষমতায়ন, পল্লী উন্নয়নে সমবায়, পল্লী পরিবেশ সংরক্ষণ, বিদ্যুত ও জ্বালানী শক্তির সম্প্রসারণ। এছাড়াও, প্রেক্ষিত ও প্রেক্ষাপট, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, দর্শন ও মূলনীতি এবং বাস্তবায়নের কলা-কৌশল, উপায়-পদ্ধতি সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে নীতিমালায় দিক নির্দেশনা রয়েছে।

৪। "জাতীয় পল্লী উন্নয়ন নীতি-২০০১" এর মধ্যে যে সকল বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচেছ-

ক) দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়নে নিয়োজিত কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন;

খ) মহিলা ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন;

গ) ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষীদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঘ) শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার কল্যাণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ;

ঙ) পল্লীর জনগণকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি;

চ) প্রতিটি বাড়ী ও গ্রামের প্রাপ্ত সম্পদের সদ্ব্যবহার সুনিশ্চিত করা;

ছ) প্রতিবন্ধী, আদিবাসী ও ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠীর উন্নয়ন সাধন, ইত্যাদি।

৫। "জাতীয় পল্লী উন্নয়ন নীতি-২০০১" প্রণয়নের ফলে আন্তঃ মন্ত্রণালয় এবং প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক বৃদ্ধি হবে এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের করণীয় ও চাহিদা সংক্রান্ত কার্যক্রমের সমন্বয়ের মাধ্যমে দেশের পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম একটি সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনার মাধ্যমে পরিচালিত হবে, যা কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌছানোর পক্ষে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

৬। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এ্যাডভোকেট মোঃ রহমত আলী এ নীতিমালা প্রণয়নের দিক নির্দেশনা দিয়ে নীতিমালাকে সমৃদ্ধ করেছেন। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা সুইডিস, সিডা কর্তৃক সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের ফলে এ নীতি প্রণয়ন চূড়ান্ত করা দ্রুত সম্ভব হয়েছে। যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী শুরু থেকে এ লক্ষ্যে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন ও নিরলস পরিশ্রম করেছেন তাদেরকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

ধীরাজকুমার নাথ
১. ৭. ২০০১
(ধীরাজ কুমার নাথ)
সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা
ভূমিকা		১-২
১.০	সূচনা	৫-৬
২.০	প্রেক্ষিত ও প্রেক্ষাপট	৬-১১
৩.০	লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	১১-১২
৪.০	দর্শন ও মূলনীতি	১৩-১৫
৫.০	কর্মসূচী ঃ	১৫-৩২
৫.১	জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ	১৫
৫.২	পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন	১৬
৫.৩	পল্লীর ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন	১৭
৫.৪	কৃষিভিত্তিক পল্লী অর্থনীতি	১৭
৫.৫	গ্রামীণ শিক্ষা ব্যবস্থা	১৯
৫.৬	পল্লী স্বাস্থ্য সেবা ও পুষ্টি উন্নয়ন	১৯
৫.৭	পল্লী জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ	২০
৫.৮	গ্রামীণ আবাসন উন্নয়ন	২০
৫.৯	ভূমি ব্যবহার ও উন্নয়ন	২১
৫.১০	গ্রামীণ শিল্পের বিকাশ	২২
৫.১১	গ্রামীণ পুঁজি প্রবাহ ও অর্থায়ন	২২
৫.১২	গ্রামীণ মহিলাদের ক্ষমতায়ন	২৩
৫.১৩	গ্রামীণ শিশু ও যুব উন্নয়ন	২৪
৫.১৪	গ্রামীণ পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন	২৪
৫.১৫	এলাকা ভিত্তিক বিশেষ উন্নয়ন কর্মসূচী	২৫
৫.১৬	আত্ম নির্ভরশীলতা অর্জনে স্ব-কর্মসংস্থান	২৫
৫.১৭	পল্লী অঞ্চলে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি	২৬
৫.১৮	পল্লী উন্নয়নে সমবায়	২৬
৫.১৯	পল্লী পরিবেশ সংরক্ষণ	২৭
৫.২০	বিচার ও সালিশী ব্যবস্থা	২৭
৫.২১	আইন-শৃংখলা	২৮
৫.২২	সংস্কৃতি ও উওরাধিকার	২৮
৫.২৩	খেলাধুলা	২৯
৫.২৪	বিদ্যুৎ ও জ্বালানী শক্তি	২৯
৫.২৫	গবেষণা ও প্রশিক্ষণ	২৯
৫.২৬	তথ্য প্রচার ও তথ্য ভান্ডার	৩০
৫.২৭	পল্লী উন্নয়নে অবদান রাখার স্বীকৃতি	৩১
৫.২৮	এনজিও ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অবদান	৩১
৫.২৯	বয়োজ্যেষ্ঠদের জন্য সহায়তা	৩১
৫.৩০	আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহায়তা	৩২
৬.০	বাস্তবায়ন কলা-কৌশল ও উপায়-পদ্ধতি	৩২-৩৬
৭.০	উপসংহার	৩৬-৩৭

জাতীয় পল্লী উন্নয়ন নীতি, ২০০১

১.০ সূচনাঃ

১.১ দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী তথা অনগ্রসর পল্লীবাসীদের উন্নয়নের জন্য সংবিধানে দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। সংবিধানে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহকে উৎসাহ দান এবং এ সকল প্রতিষ্ঠানে কৃষক, শ্রমিক এবং মহিলাদিগকে যথাসম্ভব প্রতিনিধিত্ব দানের কথা উল্লেখ আছে। জাতীয় জীবনের সকল স্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার বিধান রাখা হয়েছে। দেশের উৎপাদন যন্ত্র, উৎপাদন ব্যবস্থা ও বন্টন প্রণালীসমূহের মালিকানার প্রশ্নে সকল সেক্টরের সুষম সমৃদ্ধি এবং সমবায়ী মালিকানার স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদন শক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন, জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতি সাধন, নাগরিকদের মৌলিক চাহিদা পূরণ, যেমনঃ অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা, কর্মের অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার নিশ্চিত করার অঙ্গীকার আছে। নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য দূর করার উদ্দেশ্যে নিবিড়ভাবে কৃষির উন্নয়ন ও বিকাশ, গ্রামাঞ্চলের বৈদ্যুতিকরণের ব্যবস্থা, কুটির শিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সংবিধানে নির্দেশিত অন্যতম সরকারী দায়িত্ব হলো জনগণের পুষ্টিস্তর উন্নয়ন, জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন এবং সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা ও সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করা।

১.২ পল্লী এলাকায় বসবাসরত জনগণ এবং পল্লীর প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল মানব সম্পদের উন্নয়ন ও তাঁদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতিসমূহ পূরণের লক্ষ্যে জাতীয় পল্লী উন্নয়ন নীতির রূপরেখা প্রণীত হ'ল, যার উপর ভিত্তি করে দেশের সকল পল্লী উন্নয়ন কর্মকান্ড গৃহীত ও বাস্তবায়িত হবে।

১.৩ পল্লী উন্নয়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হবে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের জন্য সংবিধানে ঘোষিত প্রতিশ্রুতিসমূহ পূরণ ও জনগণকে উন্নয়নের চালিকা শক্তিতে পরিণত করে, পল্লীর জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন, কর্মসংস্থানসহ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন, সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন এবং পল্লীর সাথে নগর ও গ্রাম

এলাকার জীবনমানের ব্যবধান ক্রমান্বয়ে কমিয়ে আনা। নীতিটির মূল উদ্দেশ্য হবে মানব সম্পদের উন্নয়ন। মানব সম্পদের উন্নয়নের জন্য মানুষের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি এবং জীবনমানের উন্নয়ন প্রয়োজন। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ইতিবাচক দৃষ্টি ভঙ্গীর বিকাশ এবং নুতন নুতন দক্ষতা অর্জনে সহায়তা দান এবং একই সাথে ক্ষমতায়নের দ্বারা মানুষের ক্ষমতাবৃদ্ধি এবং মানুষকে অধিকতর উৎপাদনক্ষম করা সম্ভব। শুধুমাত্র আয় বৃদ্ধি দ্বারা মানুষের অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব নয়, এর জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় আশ্রয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা, উন্নত পয়ঃনিষ্কাশন, পরিবার পরিকল্পনা সেবা, নিরাপদ ও সুস্থ পরিবেশ ইত্যাদি অর্জনের সুযোগ উম্মোচন করে জীবন-যাত্রার গুণগত পরিবর্তন সাধনও প্রয়োজন। পরিবারের ও সমাজের প্রতিটি মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধিতেই মানব সম্পদ উন্নয়নের যথাযথ পরিচয় প্রতিফলিত হয়ে থাকে।

২.০ প্রেক্ষিত ও প্রেক্ষাপটঃ

২.১ বাংলাদেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে পল্লী উন্নয়ন নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। পল্লীর জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন ও গ্রামীণ জীবনে সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশের সংবিধানে সুনির্দিষ্ট অনুচ্ছেদ সংযোজন করা হয়েছে। সংবিধানের ১৪নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ''রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতী মানুষকে - কৃষক ও শ্রমিককে- এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা''। অনুরূপভাবে ১৬নং অনুচ্ছেদে গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লবকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের লক্ষ্য ছিল বাংলার জনগণকে ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও শোষণের হাত থেকে মুক্তি। গ্রাম বাংলার মানুষ অর্থনৈতিক মুক্তির আহবানের মাঝে খুঁজে পেয়েছে তাদের উন্নত জীবনের স্বপ্ন, স্বাবলম্বী হওয়ার প্রতিশ্রুতি।

২.২ এই প্রত্যাশা পূরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর পরই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন বোর্ড। লক্ষ্য ছিল, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, খাদ্যের মওজুত সংরক্ষণ, ঋণগ্রস্থ কৃষকদের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি, শিক্ষার প্রসার ও স্বাস্থ্য সেবা সুনিশ্চিত করা। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, ৬০ এর দশকে সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করা হয় এবং তাতে সাফল্য পরিলক্ষিত হয়েছিল। কিন্তু উন্নত জীবন ও চাহিদার সম্প্রসারণের ফলে আধুনিক প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনীমূলক কৌশলের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হয়। দূর্ভাগ্য হলেও সত্যি যে, বিভিন্ন সময়ে সরকারসমূহ দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও, উদ্ভাবনীমূলক এবং

সু-পরিকল্পিতভাবে কোন কর্মসূচী গ্রহণ করেনি। কোন পল্লী উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। ফলশ্রুতিতে, খাদ্য ঘাটতি, সার সংকট, কৃষি উপকরণের অপর্যাপ্ত সরবরাহ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ক্ষেত্রে স্থবিরতা জাতিকে দিক নির্দেশনা দিতে সক্ষম হয়নি। গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় আসার পর পল্লী উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনন্য অবদান রেখে গ্রামীণ জনগণের মধ্যে আশার সঞ্চার করেছে। স্বাবলম্বী হওয়ার পথে সুযোগ সৃষ্টি করেছে। এই প্রেক্ষাপটেই, উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখার লক্ষ্যেই পল্লী উন্নয়ন নীতি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হয়।

২.৩ **কৃষি** বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল বুনিয়াদ। কৃষি কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে দেশজ অর্থনীতি। ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে জাতীয় দেশজ উৎপাদনে কৃষির বিভিন্ন উপখাতের (ফসল, পশু সম্পদ ও বন) সমন্বিত অবদান শতকরা ১৯.৪৯ ভাগ এবং এককভাবে ফসল উপখাতের অবদান জিডিপির শতকরা প্রায় ১৪.৫৯ ভাগ। দেশের মোট শ্রমশক্তির শতকরা ৬৩ ভাগ কৃষিতে এবং শতকরা ৫৭ ভাগ এককভাবে ফসলখাতে নিয়োজিত।

২.৪ সরকার **জাতীয় কৃষিনীতি** প্রণয়ন করেছে। ফসল উৎপাদন নীতি, বীজ, সার, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, কৃষি গবেষণা, সম্প্রসারণ ও বিপণনের সুস্পষ্ট নীতিমালার আলোকেই দেশে কৃষি উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে। কৃষিখাতের প্রবৃদ্ধি শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যই নয়, সামাজিক ন্যায় বিচারের জন্যও অত্যাবশ্যক। কৃষির বর্ধিত উৎপাদন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য অতিরিক্ত খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করে ও দ্রব্য মূল্যের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সহায়তা করে। একই সঙ্গে বিদেশের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস পায়। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের সময় দেশে খাদ্যশষ্যের উৎপাদন ছিল ১.৯ কোটি মেট্রিক টন। ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে দেশে খাদ্যশষ্য উৎপাদনের নূতন রেকর্ড ২.৬৪ কোটি মেট্রিক টন ছাড়িয়ে যাবে। গত ৫(পাঁচ) বছরে খাদ্য শষ্য উৎপাদন কমপক্ষে ৭৪ লক্ষ টন বেড়েছে। বর্তমান সরকার কর্তৃক ন্যায্যমূল্যে ও সময়মতো কৃষি উপকরণ সরবরাহ ও কৃষিপণ্যের মূল্য ও মজুদ সংগ্রহের সুস্পষ্ট নীতিমালার ফলেই কৃষি ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে। দেশ আজ খাদ্যে স্বনির্ভরতা অর্জন করেছে।

২.৫ সরকারের **ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী** কৃষি ক্ষেত্রে এই বিপ্লব এবং খাদ্যে স্বনির্ভরতা অর্জনের পথে অমূল্য অবদান রেখেছে। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড ৪৪৯ থানায় ৫১০০৩টি সমিতির অধীনে ১৩.৪৪ লক্ষ সদস্যকে ১৭১০.৩০ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করেছে। পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন ৪.৫০ লক্ষ সদস্যদের মধ্যে ৬০০ কোটি টাকার ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করেছে। পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন ডিসেম্বর,২০০০ পর্যন্ত ৫৮টি জেলায় ১৭৮টি সহযোগী সংস্থার

মাধ্যমে ২১.৯২ লক্ষ ঋণ গ্রহীতাকে (৯০% মহিলা) প্রায় ৭৮৬.৪৪ কোটি টাকার ঋণ বিতরণ করেছে। ঋণ আদায়ের হার ৯৮.১৪%। গ্রামীণ ব্যাংক ডিসেম্বর,২০০০ অবধি ১৩৬৮৬.১৯ কোটি টাকা ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করে এবং আদায়ের হার ৯২.০৭%। ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ব্রাক ৪৭২৭.৬ কোটি, প্রশিকা ১২৯৭.৮ কোটি টাকা, আশা ১৪৪২.৯ কোটি এবং স্বনির্ভর বাংলাদেশ ১৯৮ কোটি টাকা জুন,৯৯ অবধি বিতরণ করে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। সোনালী ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক লিঃ, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ডিসেম্বর,২০০০ অবধি ৭০০৫.৯৮ কোটি টাকার ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করেছে। এভাবে গ্রামীণ ক্ষুদ্র চাষী ও সমবায় সমিতির সদস্য এবং অন্যান্য দরিদ্র মানুষের মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করে উৎপাদন ও অর্থনীতিতে প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের এই কৌশল পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য নীতি হিসাবে বিশ্বে অভিনন্দিত হয়েছে।

২.৬ সরকার **দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচীর** উপর সবচেয়ে অধিক গুরুত্ব দিয়েছে। ২০০১-২০০২ অর্থ বছরে উন্নয়ন ও রাজস্ব বাজেটে দারিদ্র্য নিরসনের জন্য ব্যয় হবে ১০,৮৬৭ কোটি টাকা যা সরকারের মোট বাজেটের ২৬ শতাংশ। রাজস্ব বাজেটে ২০০১-২০০২ অর্থ বছরে দারিদ্র্য নিরসনের জন্য (যথা খয়রাতি সাহায্য, দুর্বল জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও উন্নয়ন, কাজের বিনিময়ে খাদ্য, দরিদ্রদের গৃহায়ন, বয়স্কদের জন্য ভাতা, মুক্তিযোদ্ধা ও মহিলাদের জন্য ভাতা, পল্লী অঞ্চলে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে) ৩৮১৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। এছাড়াও, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর জন্য ৬২২ কোটি টাকার বরাদ্দও দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচীর অন্তর্ভূক্ত। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড দেশব্যাপী সমবায় ও অনানুষ্ঠানিক গ্রুপ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার আর্থিক ও কারিগরী সহায়তায় ক্ষুদ্র কৃষক, বিত্তহীন মহিলা ও পুরুষদের টার্গেট গ্রুপ করে কর্মসূচী পরিচালনা করছে। ১৫২টি থানায় পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প, ১৪৫টি থানায় দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প, ২১টি থানায় মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থান প্রকল্প, ২০০টি থানায় সমন্বিত মহিলা উন্নয়ন প্রকল্প, ৭টি থানায় সামাজিক ক্ষমতায়ন প্রকল্প দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে ব্যাপক অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে।

২.৭ যেহেতু সরকারের কর্মকান্ডের সুফল প্রত্যক্ষভাবে দরিদ্র জনগণের কাছে পৌছানো সম্ভব হয়েছে, সেহেতু গত ৫ বছরে বাংলাদেশে মাথাপিছু আয়ের চেয়েও দ্রুততর হারে **সামাজিক উন্নয়ন** সম্ভব হয়েছে। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী সামাজিক উন্নয়ন পরিমাপ করার জন্য প্রধানত **মানব উন্নয়ন সূচক (Human Development Index)** ও **মানব দারিদ্র্য সূচক (Human Poverty Index)** ব্যবহার করে থাকে। উভয় সূচকের প্রাক্কলন হতে দেখা

যায়, গত ৫ বছরে **মানব উন্নয়ন** ক্ষেত্রে লক্ষণীয় সাফল্য অর্জিত হয়েছে। ১৯৯৫-৯৭ হতে ১৯৯৮-৯৯ সময়কালে বাংলাদেশে মানব উন্নয়ন সূচক ৪২.৬ শতাংশ হতে ৪৮.৫ উন্নীত হয়েছে এবং মানব দারিদ্র্য সূচক ৪১.৬ শতাংশ হতে ৩৪.৮ শতাংশে নেমে এসেছে। প্রাথমিক প্রাক্কলন অনুযায়ী ২০০০-২০০১ সালে ঐ উন্নতির ধারা অব্যাহত রয়েছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন দরিদ্র ও অসহায় জনগোষ্ঠীর জন্য বয়ে এনেছে নুতন জীবনের আশ্বাদ ও নিশ্চিত করেছে তাদের ক্ষমতার তাৎপর্যময় সম্প্রসারণ। এ সবের ফলশ্রুতিতে পল্লীর জনজীবনে সরকারের গৃহীত কর্মসূচী প্রশংসিত হয়েছে যা সুসংহত করার লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন নীতির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হয়।

২.৮ বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ হলো এ দেশের মেহনতি ও সৃজনশীল **জনশক্তি। শিক্ষার** মাধ্যমেই এ বিশাল জনশক্তিকে দ্রুত উন্নয়নের হাতিয়ার হিসাবে গড়ে তোলা সম্ভব। এই উদ্দেশ্যেই সরকার বিগত কয়েক বছর শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দিয়েছে। ২০০১-২০০২ সালে ৬০২৮ কোটি (১৪.৬৯%) রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটের বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এ সবের ফলশ্রুতিতে বিগত ৫ বছরে বয়স্ক শিক্ষার হার ৪৭% থেকে ৬৪% উন্নীত হয়েছে। শিক্ষার হার বৃদ্ধির ফলে পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়েছে।

২.৯ **স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ** খাতেও সরকারের সাফল্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পল্লী অঞ্চলে সেবাদানের পরিকল্পনাকে ব্যাপক ভিত্তিক করা হয়েছে। প্রতি ৬,০০০ জনগণের জন্য একটি **কমিউনিটি ক্লিনিক** স্থাপন করা হয়েছে। দরিদ্র জনগণের জন্য সরকারের এ কর্মসূচী স্বাস্থ্য সেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌছে দেওয়ার উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। প্রত্যাশিত গড় আয়ু ৬১.৮ বছরে উপনীত হয়েছে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৫০% এ নেমে এসেছে। জনপ্রতি দৈনিক খাদ্যে ক্যালরী গ্রহণের পরিমান বৃদ্ধি পেয়েছে।

২.১০ পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে সরকার জনহিতকর ও কল্যাণধর্মী বিবিধ উদ্ভাবনীমূলক বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। এ সকল কর্মসূচীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে আশ্রয়ন, ঘরে ফিরা, একটি বাড়ী একটি খামার, শান্তি নিবাস, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের জন্য ভাতা, শিক্ষা উপবৃত্তি, খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা, ভিজিডি ও ভিজিএফ ইত্যাদি।

২.১১ বর্তমান সরকারের **আশ্রয়ন কর্মসূচী** একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। ১৯৯৭ সালের ১লা জুলাই মাস থেকে ৩০শে জুন,২০০২ সময়ের মধ্যে ১৬৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫০,০০০ পরিবারকে পুর্নবাসন ও তাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কর্মসূচী পরিচালিত হয়ে আসছে। বাসগৃহ, প্রশিক্ষণ, ঋণ প্রদানের মধ্যে এ কর্মসূচী পরিচালনা করে ইতোমধ্যে ২০৭৯টি ব্যারাক হাউস নির্মাণ কাজ সমাপ্ত

করা হয়েছে এবং ২০,৭৯০টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। এছাড়াও, ১১১৪টি ব্যারাক হাউস নির্মাণাধীন আছে যাতে ১১,১৪০টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হবে।

২.১২ **ঘরে ফিরা কর্মসূচী** একটি উদ্ভাবনীমূলক পদক্ষেপ। ১৯৯৯ সালের মে মাস থেকে কৃষি ব্যাংকের মাধ্যমে ১৩২টি উপজেলায় ১১,৬০০ লোককে গ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে পুনর্বাসনের মাধ্যমে এ কর্মসূচীর সূচনা হয়েছে। প্রায় ৯৮ কোটি টাকায় গৃহায়ন তহবিল তৈরী করে অল্প খরচে নূতন বাড়ী তৈরীর কাজ শুরু হয়েছে। ৬২টি জেলার ২০২টি উপজেলায় ঘরে ফিরা কর্মসূচী সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

২.১৩ গ্রাম বাংলার প্রতিটি পরিবারকে সুগঠিত করে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিদ্যমান অব্যবহৃত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিটি বাড়ীকে উন্নত আত্ম-নির্ভরশীল খামারে রূপান্তরের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা ও রূপরেখার আলোকে প্রণীত **''একটি বাড়ী একটি খামার''** কর্মসূচী চালু হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে একটি যুগোপযোগী, সু-সমন্বিত, সামগ্রিক উন্নয়নের উদ্যোগ হলো- একটি বাড়ী একটি খামার কর্মসূচী। দেশের প্রতিটি পরিবারের দখলীয় ভৌত সম্পত্তিকে ভিত্তি করে প্রতিটি বাড়ীকে একটি অর্থনৈতিক কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলা এই কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্য। এই কর্মসূচীটি হবে দেশের প্রতিটি পরিবারকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলে দেশ থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে সংবিধানে প্রদত্ত অঙ্গীকারসমূহ বাস্তবায়নের এক মহতি উদ্যোগ।

২.১৪ ১৯৯৭-৯৮ সালে গৃহীত **বয়স্কভাতা** অপর একটি মহতি কার্যক্রম। প্রায় ৪ লক্ষ বয়স্ক পল্লীবাসী প্রতিমাসে ১০০ টাকা করে এ ভাতা পাচ্ছেন। অনুরূপ কর্মসূচী হচ্ছে **বিধবা, দুঃস্থ ও স্বামী পরিত্যক্তা মহিলাদের** জন্য ভাতা প্রদান ; বর্তমানে প্রায় দুইলক্ষ মহিলা এই ভাতা পাচ্ছেন। সরকার ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬টি **শান্তি নিবাস নির্মাণের** কাজ শুরু করেছে যেখানে বয়স্ক ব্যক্তিদেরকে আশ্রয় ও সেবা দেয়া হবে।

২.১৫ চরম দারিদ্রে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্য সরবরাহ এবং তাদের আয়বর্ধনকারী কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সরকার প্রতিবছর রাজস্ব বাজেট হতে সম্পদের সংস্থান করছে। কাজের বিনিময়ে খাদ্য(কাবিখা), জিআর (Gratuitious Relief), T.R (Test Relief) ভিজিডি (Vulnerable Group Development), ভিজিএফ (Vulnerable Group Feeding) ইত্যাদি কর্মসূচী বাবদ বিপুল অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে। এছাড়াও, শিক্ষা উপবৃত্তি, খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচী, মহিলাদের শিক্ষার হার দ্রুত বৃদ্ধিতে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে।

২.১৬ **দারিদ্র্য বিমোচনের** জন্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধিসহ সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন আবশ্যক। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর যাতে দারিদ্র্য লাঘব এবং টেকসই (Sustainable) উন্নয়ন হয়, এ লক্ষ্যে তাদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সাথে মাথাপিছু আয় এবং সঞ্চয় বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচী গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আছে। যার ফলে তাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক ভিত্তি সৃষ্টি হয় এবং বিভিন্ন সামাজিক খাত (শিক্ষা, পুষ্টি, স্বাস্থ্য, বাসস্থান ইত্যাদি) উন্নয়নের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নীত হয়। এই লক্ষ্যে সরকার দরিদ্রদের কর্মসংস্থান, আয়বর্ধক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এ সকল কর্মসূচী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উৎপাদন স্বত্ব (Entitlement) বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের ক্ষমতায়ন ও সচেতনায়তনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এই সুদূরপ্রসারী চিন্তাধারাকে স্থায়ী রূপদানের লক্ষ্যে Poverty Reduction Strategy Plan এর কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। পল্লী উন্নয়ন নীতিতে গৃহীত কৌশলসমূহের সাথে PRSP এর সমন্বয় সাধন করা হবে।

২.১৭ দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লীর জনজীবনে অগ্রগতির ধারাকে অব্যাহত রেখে দেশের সার্বিক সমৃদ্ধি অর্জনের প্রেক্ষাপটেই প্রণীত হয়েছে এই **"জাতীয় পল্লী উন্নয়ন নীতি-২০০১"**।

৩.০ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

৩.১ মানুষের সৃজনশীলতা ও সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে, তার উন্নয়নের লক্ষ্যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি ও সহায়ক ভূমিকা পালন;

৩.২ গ্রামবাসী, বিশেষ করে মহিলা ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, তাঁদের আয়- উপার্জন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানসহ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন;

৩.৩ দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্থিতিশীল সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ;

৩.৪ অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় পল্লীর জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে পল্লী অঞ্চলে আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের সুযোগ সম্প্রসারণ এবং বর্ধিত আয়ের মাধ্যমে গ্রামবাসীর ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি করা;

৩.৫ পল্লী এলাকায় ব্যাপকভিত্তিক আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি নিশ্চিত করা;

৩.৬ পল্লীর জনগণের আয়বৃদ্ধি এবং মৌলিক চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে পল্লীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন নিশ্চিত করা;

৩.৭ সংবিধানের বিধি-বিধান অনুযায়ী সমতাভিত্তিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন, জাতীয় উৎপাদন ও সম্পদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা;

৩.৮ পল্লী এলাকার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ও নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বন্টন এবং উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ নিশ্চিতকরণ;

৩.৯ শিক্ষা, কারিগরী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলে দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি করা;

৩.১০ পল্লীর দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী ও উৎপাদনকারী, বিশেষভাবে ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও ভূমিহীন কৃষকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে তাঁদের অভাব ও চাহিদা নিরুপণপূর্বক তা পূরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা;

৩.১১ শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও আয়বর্ধন কার্যক্রমসহ সকল আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে পুরুষের পাশাপাশি নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;

৩.১২ সমন্বিত প্রয়াসের মাধ্যমে শহর ও গ্রামের জীবনমান, সেবা ও সরবরাহ ব্যবস্থায় বিদ্যমান বৈষম্য ও ব্যবধান কমিয়ে পর্যায়ক্রমে অনুন্নত ও উন্নত এলাকার মধ্যে বৈষম্য দূর করা;

৩.১৩ স্থানীয় সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করে স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সামাজিক আন্দোলন পরিচালনার অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি ও সহায়ক ভূমিকা পালনে ইউনিয়ন পরিষদের দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধিসহ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার উন্নয়ন;

৩.১৪ গ্রামবাসী, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী ও বেসরকারী উদ্যোগের মধ্যে স্থানীয় পর্যায়ে সমন্বিত যোগসূত্র স্থাপন ও সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে সামাজিক আন্দোলন পরিচালনার সুবিধার্থে, বর্তমান প্রশাসনিক কার্যক্রমের (স্থানীয় ও জাতীয়-উভয় পর্যায়ে) প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন;

৩.১৫ ভূমিহীন এবং প্রান্তিক চাষীদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিষয়ে সম্ভাব্য সকল প্রকার কার্যকরী পন্থা অবলম্বন ;

৩.১৬ প্রতিবন্ধী, বিভিন্ন আদিবাসী ও ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী এবং পার্বত্য অঞ্চলের জনগনের উন্নয়নের লক্ষ্যে সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

৩.১৭ অন্যান্য বিষয়াদি।

৪.০ দর্শন ও মূলনীতিঃ

৪.১ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন নীতির দর্শন নিম্নরূপঃ

(ক) মানুষের সৃজনশীলতা ও সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে, উন্নয়নের লক্ষ্যে মানুষকে চালকের আসনে বসানো প্রয়োজন। উন্নয়ন বহিরাগতদের দ্বারা পরিকল্পিত কিংবা সরবরাহযোগ্য হতে পারে না। উন্নত হওয়া বরং জনগণের নিজেদেরই দায়িত্ব। তাঁরা নিজেরাই তাঁদের জীবনের প্রধান রূপকার। সরকারসহ সকল উন্নয়ন সহযোগী এক অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে সহায়ক শক্তি হিসাবে তাঁদের পাশে থাকতে পারে। কারণ এই সহায়তা তাঁদের উন্নয়নের জন্য একটি পর্যায়ে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এই উপলব্ধির অর্থ হল উন্নয়ন চিন্তার ক্ষেত্রে একটি আদর্শগত পরিবর্তন অর্থাৎ ব্যক্তির উন্নয়নের জন্য ব্যক্তি, গ্রামের উন্নয়নের জন্য গ্রাম, সমাজ উন্নয়ন সমাজেরই মুখ্য দায়িত্ব, এটিই হল জাতীয় পল্লী উন্নয়ন নীতির অন্তর্নিহিত মৌল দর্শন;

(খ) সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি হিসাবে সকল মানুষের ভিতরে আছে বিপুল পরিমাণ সৃজনক্ষমতা। উন্নয়নের উদ্দেশ্য ও চূড়ান্ত প্রাপ্তি হল এই ক্ষমতাকে বিকশিত করা, যাতে মানুষ নিজের শক্তিতে নিজেই চলতে পারে। জাতীয় পল্লী উন্নয়ন নীতির লক্ষ্য হলো প্রকৃতিগতভাবে সক্ষম মানুষের ক্ষমতাকে বিকশিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা, যাতে তাঁরা সহায়ক সরকার এবং সমাজের সহযোগিতায় নিজেদের জন্য একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ রচনা করতে পারেন। এ নীতি জনগণের অন্তর্নিহিত ক্ষমতার পাশাপাশি গ্রামে বিদ্যমান বিপুল উন্নয়ন সম্ভাবনার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। এটি আরও বিশ্বাস করে যে, জনগণই তাঁদের সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডের প্রধান চালিকা শক্তি। অতএব, গ্রামের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হচ্ছে গ্রামীণ জনগণকে ক্ষমতায়িত করা;

(গ) সরকারের ভূমিকা হবে গ্রামবাসীদের নিজের পায়ে দাঁড়ানোর বিষয়ে স্থানীয় পর্যায়ে সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান, তাঁদের পথের বাধা-অন্তরায়সমূহ দূর করা ও সার্বিকভাবে সক্ষম অবকাঠামোগত এক সহায়ক ও অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলা। সহায়ক হিসাবে সরকারের দায়িত্ব হবে আবশ্যিক সেবাসমূহ পল্লীর জনগণের কাছে পৌছানোর জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং তাঁদের জন্য সুযোগসমূহ সম্প্রসারণ ও সহজলভ্য করা। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান গুলোর প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, প্রয়োজনে নতুন

প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর সৃষ্টি, রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও সিদ্ধান্তগ্রহণে জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং লিঙ্গ, সম্প্রদায়, জাতি, ধর্ম ও সামাজিক মর্যাদাগত বৈষম্যের দ্বারা সৃষ্ট সামাজিক প্রতিবন্ধকতাসমূহ অপসারণ করে সংশ্লিষ্ট সকলকে জনগণের নিকট অধিকতর দায়বদ্ধ থাকা ও তাঁদের ডাকে সাড়া প্রদানের মানসিকতা সম্পন্ন করে গড়ে তোলা। সরকার প্রদত্ত সেবা ও সুযোগসমূহের ব্যাপারে জনগণকে আরও সচেতন করে তোলা এবং তাঁদেরকে এগুলো ব্যবহারের সুযোগ প্রদান করা। এ সকল সেবা ও সুবিধা তাঁদের জন্য সহজলভ্য ও ক্রয়সাধ্য করা এবং এগুলো সরবরাহের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা;

(ঘ) বাংলাদেশে শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ শিশু, মায়ের অপুষ্টি ও রুগ্ন স্বাস্থ্যের কারণে স্বল্প ওজন নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে। বাংলাদেশের গ্রামীণ মহিলাদের মধ্যে বিরাজমান অপুষ্টির দুষ্টচক্র গ্রামাঞ্চলের পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে সকল মানুষকে চিরস্থায়ী অপুষ্টি চক্রে আবদ্ধ করেছে। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ বহুলাংশে নির্ভরশীল এ দেশের গ্রামীণ মহিলাদের অবস্থার উন্নয়নের উপর। এ প্রেক্ষিতে, জাতীয় পল্লী উন্নয়ন নীতির অন্যতম মৌল দর্শন হলো মহিলাদের অবস্থার পরিবর্তন করা, তাঁদের বঞ্চনা ও অধীনতা থেকে মুক্তি দেওয়া এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও আর্থিক উন্নয়নের সুযোগ অবারিত করে তাঁদেরকে ক্ষমতায়িত করা;

(ঙ) বাংলাদেশের জনসংখ্যার উচচ ঘনত্বের কারণে দেশ ব্যাপক পরিবেশগত হুমকি ও প্রতিকূলতার সম্মুখীন। পরিবেশ সংরক্ষণ গরীবদের জন্য যতটুকু প্রয়োজনীয় ততটুকু অন্য কারও জন্য নয়। জীবিকার জন্য সুস্থদেহ ও টেকসই প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পর্ক যত নিবিড়, তত নিবিড় অন্য কারও সাথে নয়। তাই, জাতীয় পল্লী উন্নয়ন নীতির অন্যতম মৌল লক্ষ্য হবে টেকসই পরিবেশ নিশ্চিতকরণ;

(চ) জাতীয় পল্লী উন্নয়ন নীতির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো একটি শক্তিশালী, কার্যকর ও জবাবদিহিমূলক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, বিশেষ করে ইউনিয়ন পরিষদকে অতিরিক্ত সম্পদ, ক্ষমতা এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করে এ প্রতিষ্ঠানটির কার্যকারীতা বৃদ্ধি প্রয়োজন। এমন একটি স্বচছ ফর্মুলা/নির্দেশনা প্রয়োজন, যার ভিত্তিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ তহবিল ইউনিয়ন পরিষদের কাছে হস্তান্তর করা হবে, যা কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণমূলক কাজ নয়, একটি অধিকার হিসেবে বিবেচিত হবে। অধিকন্তু নিয়মিত গ্রাম সভা

অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা চালু এবং সকল প্রকার সরকারী ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য বাধ্যতামূলকভাবে জনসমক্ষে প্রকাশ করার মাধ্যমে জনগণের নিকট ইউনিয়ন পরিষদের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করাও হবে এর উদ্দেশ্য;

(ছ) গ্রামীণ জনগণের দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোভাবের পরিবর্তন, তাঁদের আত্ম-উন্নয়নের লক্ষ্যে দক্ষতা অর্জনের প্রক্রিয়া জোরদারকরণ ও আর্থ-সামাজিক ভিত্তি সৃষ্টি করে গ্রামবাসী, বিশেষ করে মহিলা ও দরিদ্র জনগোষ্ঠির ক্ষমতায়নকরণ।

৪.২ এই নীতি দারিদ্র্য বিমোচন এবং পল্লী উন্নয়নে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান এবং সংগঠনসমূহের আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক এবং আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক ও কাজের সমন্বয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। কোন মন্ত্রণালয়ের ইতিপূর্বে অনুমোদিত নীতির সাথে এ নীতির ভিন্নতা কিংবা বৈপরীত্য অনুভূত হলে সার্বিকভাবে বিবেচনা করে, তা সংগতিপূর্ণ করার বিষয়টি জাতীয় পল্লী উন্নয়ন কাউন্সিলের বিবেচনা ও সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থাপিত হবে।

৫.০ কর্মসূচীঃ

৫.১ জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণঃ

১. স্থানীয় জনগণের সম্পৃক্ততা ও সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সকল পরিকল্পনা নির্ধারণ, প্রকল্প/কর্মসূচী প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ করা;

২. স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ভিত্তিক জরিপের মাধ্যমে গ্রামের প্রতিটি পরিবারের সম্পদ এবং চাহিদা নিরুপণ করা;

৩. প্রতিটি ওয়ার্ড কিংবা গ্রামে বসবাসকারী সকল পরিবারের জরিপের মাধ্যমে ব্যাপক ও ধারাবাহিক তথ্য সংগ্রহের ভিত্তিতে গ্রামীণ সম্পদ, সমস্যা ও চাহিদা নিয়মিতভাবে চিহ্নিত করা ;

৪. স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গ্রামভিত্তিক প্রাসঙ্গিক সকল তথ্যাদি সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করা;

৫. দেশের প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদকে একটি প্রশাসনিক ইউনিট হিসাবে ধরে, গ্রাম পরিকল্পনাসমূহ সমন্বিত করে ইউনিয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে। একইভাবে, ইউনিয়ন পরিকল্পনাসমূহ সমন্বিত করে উপজেলা পরিকল্পনা এবং উপজেলা পরিকল্পনাসমূহ সমন্বিত করে জেলা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যা জাতীয় পরিকল্পনায় যথাযথভাবে প্রতিফলিত হবে;

৬. ইউনিয়ন পরিষদসহ স্থানীয় সরকার সমূহের জনপ্রতিনিধি এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে স্বাবলম্বী হওয়ার প্রেরণা দেয়া হবে। সরকারী সাহায্য নির্ভরতা এবং পরমুখাপেক্ষিতার অবসান ঘটিয়ে পল্লীর জনগণকে সংগঠিত করে এলাকার সমস্যাসমূহ নিজেদের উদ্যোগে সমাধানে উৎসাহ প্রদান করা হবে।

৫.২ দারিদ্র্য বিমোচনঃ

১. পল্লী অঞ্চলে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং বৈষম্যমূলক প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূরীকরণের উদ্যোগ অধিকতর পরিকল্পিত ও সুসমন্বিতভাবে গ্রহণ করা হবে;

২. সুনির্দিষ্ট মানদন্ডের ভিত্তিতে পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন, ধারাবাহিক এবং নিয়মিতভাবে পরিবীক্ষণ করা হবে;

৩. গ্রামে বহুমুখী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। গ্রামের জনগণের জন্য অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জনের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে;

৪. দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক দেশের বিশেষ বিশেষ এলাকার ভৌগলিক বৈশিষ্ট্য ও বাস্তব চাহিদার নিরিখে চাহিদাভিত্তিক, লক্ষ্যগোষ্ঠিভিত্তিক, অঞ্চলভিত্তিক কর্মসূচী (যেমন-কাজের বিনিময়ে খাদ্য, গৃহায়ণ, ঋণ সরবরাহ, দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ, অকৃষিখাতে মেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ইত্যাদি কর্মসূচী) অব্যাহত রাখা হবে;

৫. গ্রামীণ জনগণকে আনুষ্ঠানিক (যেমন, সমবায়) এবং অনানুষ্ঠানিক দল গঠনের মাধ্যমে স্বনির্ভরতা অর্জনে সহায়তা প্রদানে অধিকতর কার্যকর ভূমিকা পালন করা হবে;

৬. নিজস্ব সংগঠন সৃষ্টি, পুঁজি গঠন ও এর সরবরাহের উদ্দেশ্যে সঞ্চয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্রামবাসীদের উদ্বুদ্ধ করা হবে;

৭. গ্রামবাসীদের নিজস্ব সম্ভাবনা ও সৃজনশীলতাকে কাজে লাগানোর সুযোগ সৃষ্টির পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে;

৮. সংগঠনের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে;

৯. গ্রামবাসী কর্তৃক চিহ্নিত স্থানীয় প্রকল্প বাস্তবায়নে অর্থনৈতিক, কারিগরী ও অন্যান্য সহায়তা দান করা হবে;

১০. গ্রামবাসীকে উদ্যোক্তা হওয়ার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও সহায়তা প্রদান করা হবে;

১১. সার্বিকভাবে একটি অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি ও সহায়ক পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান এবং অব্যাহত সমর্থন যোগানো হবে।

৫.৩ পল্লীর ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নঃ

১. দেশের প্রতিটি অঞ্চলের অবকাঠামোগত উন্নয়নের চাহিদা ও রূপরেখা পূর্বাহ্নে নির্ধারণ করে গ্রাম প্ল্যানবই, ইউনিয়ন প্ল্যানবই এবং উপজেলা প্ল্যানবই প্রণয়ন ও সাম্প্রতিকীকরণ করা হবে;

২. প্রতিটি উন্নয়ন এলাকায় অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মেয়াদী রোলিং প্ল্যানে বর্ণিত অগ্রাধিকারসমূহ অনুসরণ করা হবে;

৩. অকৃষিমূলক উন্নয়ন কর্মকান্ডের জন্য কৃষিভূমি ব্যবহার, বিশেষ করে সেচ সুবিধা প্রাপ্ত এলাকার ভূমি ব্যবহার নিরুৎসাহিত করা হবে;

৪. সড়ক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে যথাক্রমে গ্রোথ সেন্টারের সাথে সংযুক্ত সড়কসমূহ, ইউনিয়ন পরিষদের সাথে সংযুক্ত সড়কসমূহ, উপজেলা পরিষদের সাথে সংযুক্ত সড়কসমূহ এবং নিকটবর্তী জেলা ও মহাসড়কের সাথে সংযোগ সড়কসমূহ অগ্রাধিকার পাবে;

৫. বন্যাসহ সকল প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপশম ও কৃষি অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন ও অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে অন্যান্য প্রকল্প থেকে অগ্রাধিকার পাবে;

৬. পরিকল্পিতভাবে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর রাস্তা ঘাট ও অন্যান্য ভৌত অবকাঠামোর রক্ষণাবেক্ষণকে প্রাধান্য দেয়া হবে।

৫.৪ কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ অর্থনীতি ঃ

১. আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে সমন্বিত কৃষি এবং অকৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে;

২. শস্য বহুমুখীকরণ, মাটির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি ও সংরক্ষণ এবং জমির সর্বোচ্চ ব্যবহারের প্রয়োজনে কৃষি সম্প্রসারণ সেবা প্রসারিত করা হবে;

৩. কৃষিনীতি এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক নীতির সাথে সঙ্গতি রেখে ভূমি রেকর্ডভুক্তি এবং ভূমি সংস্কার ব্যবস্থা উন্নততর করা হবে;

৪. কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে টেকসই এবং পরিবেশবান্ধব ভূমি ব্যবহার উৎসাহিত করা হবে;

৫. গ্রামে উৎপাদিত কৃষিজাত পণ্য বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করে দেশী ও আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে এর সংযোগ স্থাপন করা হবে;

৬. একটি সুষ্ঠু শষ্য বিপণন কাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে গ্রামীণ হাট বাজার উন্নয়ন এবং শষ্যের ন্যায্যমূল্য লাভের প্রয়োজনে শষ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা উন্নয়নের প্রয়াস নেয়া হবে;

৭. ক্ষুদ্র ও দরিদ্র উৎপাদনকারী এবং কৃষকের স্বার্থে বাজার তথ্য সার্ভিস সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়া হবে;

৮. কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণে এবং বিপণনের স্বার্থে উৎপাদনকারী, ব্যবসায়ী, রপ্তানীকারক ও প্রক্রিয়াজাতকারীদের মধ্যে সমন্বিত যোগসূত্র স্থাপনের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

৯. জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে সমবায় সমিতিকে আরো কার্যকর ভূমিকা পালনের সুযোগ দানের লক্ষ্যে সরকারী সহযোগিতা ও সমর্থন বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে;

১০. খরা,বন্যা, নদীভাঙ্গন প্রভৃতি আকস্মিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ প্রকৃত উৎপাদনকারী কৃষক/বর্গা চাষীর মূলধনের নিরাপত্তা দান এবং তাঁদেরকে সম্ভাব্য ধারদেনা পরিশোধে সামর্থবান করার লক্ষ্যে সরকারী উদ্যোগে শষ্য বীমা কর্মসূচী সম্প্রসারণ এবং ক্রমান্বয়ে সকল উৎপাদনকারী জনগোষ্ঠীকে এর আওতাভুক্ত করা হবে;

১১. মৎস্য, গবাদি পশু ও হাঁস মুরগীর খামার স্থাপনকারী চাষীর স্বার্থে উপযুক্ত বীমা কর্মসূচী চালু করা হবে;

১২. কৃষি,শস্য, পশু ও মৎস্য পালন প্রভৃতি খাতে গৃহীত সকল ঋণের জন্য সহজে প্রিমিয়াম পরিশোধযোগ্য বীমা চালু করা হবে;

১৩. ব্যক্তি পর্যায়ে মৎস্য, পশু পালন, কৃষি উৎপাদন প্রভৃতি কৃষিজাত পণ্য উৎপাদনকারী চাষীকে ব্যক্তিগত বীমা গ্রহণে উৎসাহিত করা হবে;

১৪. দেশের প্রতিষ্ঠিত শিল্প গোষ্ঠীসমূহকে গ্রামীণ দরিদ্র কৃষককুলের আপদকালীন স্বার্থ বিবেচনা করে বেসরকারী উদ্যোগে কৃষি বীমা কোম্পানী প্রবর্তনের বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা হবে। এজন্য অংশগ্রহণকারী শিল্পগোষ্ঠীকে পরিশোধিত বীমা দাবীর বিপরীতে আয়কর রেয়াতের সুবিধা প্রদান করা হবে;

১৫. ফসল সংগ্রহ মৌসুমে কাঁচা ও পচনশীল কৃষি পণ্যের যুক্তিসঙ্গত মূল্য নিশ্চিতকরণের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ লক্ষ্যে রপ্তানীমুখী ফল ও শাকসজী প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প উদ্যোগ বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হবে;

১৬. গ্রামাঞ্চলে ভৌত সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে পচনশীল কৃষিপণ্য নিরাপদ সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৫.৫ গ্রামীণ শিক্ষা ব্যবস্থাঃ

১. সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী সকল গ্রামীণ এলাকায় সম্প্রসারণ করা হবে। আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সম্প্রসারণকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে;

২. দক্ষ জনসম্পদ তৈরীর লক্ষ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারে ব্যাপক চাহিদা সম্পপন্ন কারিগরী প্রযুক্তি জ্ঞান দানের আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সুযোগ সম্প্রসারণ করা হবে;

৩. প্রয়োজনে বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষা পাঠ্যক্রমে পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক রচনাবলী অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে। পল্লী উন্নয়নে দক্ষ নেতৃত্ব তৈরীর লক্ষ্যে প্রয়োজনে নুতন কোর্স চালু করা যেতে পারে;

৪. দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে গৃহীত সকল প্রকল্পে সামাজিক সচেতনতাবৃদ্ধি, স্বনির্ভরতার গুরুত্ব, পরিবেশ সচেতনতা এবং আত্মশক্তি ও বিশ্বাসের বিকাশ সাধন বিষয়ক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ অন্তর্ভূক্ত করা হবে।

৫.৬ পল্লী স্বাস্থ্য সেবা ও পুষ্টি উন্নয়নঃ

১. নারী-পুরুষ উভয়েরই জীবন চক্রের সকল পর্যায়ে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সেবা লাভের অধিকার নিশ্চিত করা হবে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এবং সংগঠনসমুহের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দান করে তাঁদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সচেতনতা বৃদ্ধি করা হবে;

২. পল্লী অঞ্চলের রোগ-ব্যাধি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে নিরাপদ পানীয়জল সরবরাহ ও আধুনিক পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা সম্প্রসারণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে;

৩. পল্লী এলাকার ব্যয়সাশ্রয়ী ব্যবস্থা হিসাবে হোমিও, ইউনানী ও আর্যুবেদিক চিকিৎসার মত ভেষজ চিকিৎসার প্রসার উৎসাহিত করা হবে;

৪. পল্লী এলাকায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সেবাদানের ক্ষেত্রে "কমিউনিটি ক্লিনিক" উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। পল্লী চিকিৎসকগনও সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্য সেবা জোরদার করবে।

৫.৭ পল্লী জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণঃ

১. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে মক্তব, মসজিদ, মন্দির, গীর্জা ও অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে সম্পৃক্ত করা হবে;

২. জন্ম ও মৃত্যু রেজিষ্ট্রিকরণের বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে;

৩. পল্লী উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পরিচালিত সকল প্রকল্পে পল্লী জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

৫.৮ গ্রামীণ আবাসন উন্নয়নঃ

১. আবাদযোগ্য কৃষি ভূমিতে নতুন স্থাপনা, বাড়ী ইত্যাদি নির্মাণ নিরুৎসাহিত করা হবে এবং পরিকল্পিতভাবে গৃহ নির্মাণের বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে;

২. পল্লী অঞ্চলের উপযোগী স্বল্প ব্যয়ের গৃহ নির্মাণ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের গবেষণা ও উন্নয়নের উদ্যোগ হাতে নেয়া হবে;

৩. কৃষি জমির অধিকতর লাভজনক ব্যবহার এবং প্রযুক্তিনির্ভর চাষাবাদে সহায়তার লক্ষ্যে গ্রামাঞ্চলে, সম্ভাব্য ক্ষেত্রে, আবাস ও চাষের জন্য এলাকা আলাদাভাবে নির্দিষ্টকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে;

৪. আবাসিক এলাকায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ও পরিকল্পিতভাবে ভৌত সুবিধাসমূহ সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়া হবে;

৫. গ্রামীণ এলাকায় নুতন বসতি, বিশেষ করে দ্বীপ ও চরাঞ্চলে নূতন বসতি স্থাপনের পূর্বে আবশ্যিকভাবে প্রাসঙ্গিক লে-আউট পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে;

৬. নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্থ, নিরাশ্রয়, বাস্তুচ্যুত ও আশ্রয়হীন পরিবারকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আশ্রয়দান এবং স্বল্পতম সময়ে নিকটবর্তী সরকারী আশ্রয়ন/আদর্শ গ্রাম প্রকল্পে পুনর্বাসন করা হবে;

৭. পল্লী এলাকায় আধুনিক আবাসিক সুবিধা সম্প্রসারণ বা গৃহাদি নির্মাণে আগ্রহী উদ্যোক্তাদের ঋণ মঞ্জুরীর ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়াও গ্রামীণ জনগণের জন্য গৃহায়ণ তহবিল হতে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে;

৮. বেসরকারী গৃহনির্মাণ সংস্থা এবং সমবায় সমিতির উদ্যোগে সমাজের নিম্ন ও মধ্যম আয়ের মানুষের ক্রয়সীমার মধ্যে ফ্ল্যাট নির্মাণে বিশেষ সুবিধা প্রদান ও উৎসাহ দেয়া হবে;

৯. গ্রামে শিক্ষিত এবং সুদক্ষ সামাজিক নেতৃত্ব গড়ার উদ্দেশ্যে অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে নিজ নিজ গ্রামে বসবাসে উৎসাহী করার জন্য সরকারী উদ্যোগে ক্ষেত্র বিশেষে জমি অথবা গৃহ নির্মাণ করে সহজ শর্তে ও কিস্তিতে ক্রয়ের ভিত্তিতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে বন্টনের ব্যবস্থা নেয়া হবে;

১০. ১৯৯৯ সালে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সংশোধিত জাতীয় গৃহায়ণ নীতির ৫.৯ অনুচেছদে বর্ণিত গৃহায়ণ বিষয়ক নীতি বাস্তবায়নে সরকারী উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৫.৯ ভূমি ব্যবহার ও উন্নয়নঃ

১. ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহার সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল পতিত জমি ও অব্যবহৃত জলাশয় পরিকল্পিত আবাদের আওতায় আনয়ন ত্বরান্বিত করা হবে;

২. প্রতিটি বাড়ীকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাড়ীর আওতাধীন সকল জমি পরিকল্পিত উপায়ে আয়বর্ধক উৎপাদনের প্রয়োজনে ব্যবহারের আওতায় আনা নিশ্চিত করা হবে;

৩. আবাদী জমির শ্রেণী পরিবর্তন পূর্বক আবাসিক কিংবা বাণিজ্যিক প্রয়োজনে ব্যবহারের পূর্বে জমির মালিককে সরকার নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে পূর্বানুমতি গ্রহণের আইনগত বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হবে;

৪. খাস জমি ও সরকারী জলমহাল বন্টন/বিতরণ/ইজারা দানের ক্ষেত্রে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে, এর ব্যবহারকে অগ্রাধিকার প্রদান অব্যাহত ও নিশ্চিত করা হবে;

৫. ফসলী জমি অনাবাদী রাখা এবং বদ্ধপুকুর পতিত রাখার ক্ষেত্রে জমি ও পুকুরের মালিকানা সংক্রান্ত প্রচলিত আইনের প্রয়োগ সুনিশ্চিত করা হবে;

৬. ভূমির মৃত্তিকাগুণ, অবস্থান ও উপযোগিতা অনুসারে সর্বোচ্চ ফলনদান ও আয় উপার্জনকারী উৎপাদনের বিষয়ে ভূমির মালিককে/কৃষককে যথোপযুক্ত প্রক্রিয়ায় নিয়মিতভাবে অবহিত রাখা হবে।

৫.১০ গ্রামীণ শিল্পের বিকাশঃ

১. ঋণ এবং বিপণন সুবিধাদি প্রদান করে বিভিন্ন লাভজনক সেক্টরে গ্রামীণ শিল্পায়নের উন্নয়নে সহায়ক ও অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াস নেয়া হবে;

২. পল্লী অঞ্চলে কৃষি ভিত্তিক খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন সহায়ক সহযোগী শিল্প স্থাপন জোরদার করা হবে;

৩. সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে সুবিধাজনক অঞ্চলে কুটির শিল্পের উন্নয়নে সহায়ক কারুশিল্প পল্লী স্থাপন উৎসাহিত করা হবে;

৪. পল্লী অঞ্চলে সমবায়ের উদ্যোগে পরিচালিত শিল্পের পুনর্বাসন, সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান ও সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সরকারী সহায়তা প্রদান করা হবে;

৫. সমবায় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানিক উদ্যোগে পল্লী এলাকায় কৃষিপণ্য ভিত্তিক প্রক্রিয়াকরণ ও শ্রমঘন শিল্প কারখানা স্থাপনের উদ্যোগে বিশেষ সহায়তা, সুবিধা ও সমর্থন প্রদান করা হবে;

৬. পল্লী এলাকায় ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প স্থাপনে আগ্রহী উদ্যোক্তাদের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সুসংহত, সুপরিকল্পিত এবং ফলপ্রসূ কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে।

৫.১১ গ্রামীণ পুঁজি প্রবাহ ও অর্থায়নঃ

১. গ্রামীণ জনগণের কর্মক্ষমতার সর্বোচচ ব্যবহার নিশ্চিত করার নিমিত্তে প্রয়োজনীয় পুঁজি সরবরাহ করা হবে। এ লক্ষ্যে সরকারী ও বেসরকারী সংগঠনের গৃহীত উদ্যোগসমূহকে সমন্বিত করে গ্রামীণ এলাকায় ব্যাংকিং সেবা সম্প্রসারিত করা হবে;

২. বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, সমবায় অধিদপ্তর, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন, পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন, সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন, সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে গৃহীত বিভিন্ন অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করে এবং এগুলোর সাথে আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার তুলনামূলক বিচার করে, সফল ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী বাস্তবায়নের ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করা হবে;

৩. গ্রামীণ আর্থিক সেবা প্রদান ব্যবস্থাসমূহ জোরদার করার মাধ্যমে পল্লীর জনগণকে অধিকতর সঞ্চয়মুখী ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে;

৪. সমাজের বিশেষ পেশাজীবী ও পশ্চাদপদ শ্রেণীর জন্য কেবলমাত্র দল নিশ্চয়তার ভিত্তিতে জামানত বিহীন ঋণ মঞ্জুর করা হবে;

৫. কৃষিঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে জাতীয় কৃষি নীতির সংশ্লিষ্ট বিধান অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদকে প্রদত্ত ক্ষমতা দক্ষ প্রয়োগের মাধ্যমে দ্রুত ও দূর্নীতিমুক্ত সহজ পন্থায় ঋণ বিতরণের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ নিশ্চিত করা হবে।

৫.১২ গ্রামীণ মহিলাদের ক্ষমতায়নঃ

১. গ্রামীণ মহিলাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আইন ও অধিকার যথাঃ মুসলিম পারিবারিক আইন, যৌতুক নিরোধ আইন, বিবাহ ও তালাক সংক্রান্ত আইন, উত্তরাধিকার আইন, নারী ও শিশু নির্যাতন নিরোধ আইন, মহিলা ও পুরুষের সমতা ও অধিকার সংক্রান্ত আইন, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও প্রজনন সংক্রান্ত অধিকার, পয়ঃনিস্কাশন ও বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবহার সংক্রান্ত অধিকার প্রভৃতি সম্পর্কে নারী ও পুরুষ উভয়কে যৌথভাবে অবহিতকরণের সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে;

২. মহিলাদের সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি পুরুষদেরও অনুরূপভাবে মহিলাদের উন্নয়নে সহযোগিতা প্রদান ও দায়িত্ব পালন সম্পর্কে সচেতন করা হবে;

৩. সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতার উন্নয়ন সাধন করা হবে;

৪. গ্রামীণ মহিলা উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য বিপণনের সুযোগ সম্প্রসারণ নিশ্চিত করা হবে;

৫. সরকারী এবং বেসরকারী পর্যায়ে সকল কর্মসূচীর সাথে সম্পৃক্ত গ্রামীণ মহিলাদেরকে একটি কার্যকর নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হতে উৎসাহিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে;

৬. স্থানীয় প্রশাসনের উদ্যোগে ও সহায়ক ভূমিকা পালনের মাধ্যমে গ্রামীণ মহিলাগণকে সামর্থ অনুযায়ী আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে উদ্বুদ্ধকরণ ও সহায়তাদান বৃদ্ধি করা হবে;

৭. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সকল পর্যায়ে মহিলাদের অর্থবহ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য উদ্বুদ্ধকরণ, প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য সহায়তা প্রদান করা হবে;

৮. জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ১৯৯৭-এ বর্ণিত নারীর সমঅধিকার, দারিদ্র্য দূরীকরণ, অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ও কর্মসংস্থান বিষয়ে ঘোষিত নীতি বাস্তবায়নে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

৫.১৩ গ্রামীণ শিশু ও যুব উন্নয়নঃ

১. স্ব স্ব এলাকায় শিশুদের পিতৃ-মাতৃ স্নেহ, পারিবারিক লালন পালন, পারিবারিক শিক্ষা এবং শারীরিক ও মানসিক পুষ্টি বিধানের অধিকার সুনিশ্চিত করা হবে;

২. প্রত্যেক পরিবার কর্তৃক নারী ও শিশুর সামাজিক সমতা, সাম্যতা, নিরাপত্তা ও সমমর্যাদা নিশ্চিত করার বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

৩. গ্রামীণ যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে কর্মসংস্থানের অভাব, মূল্যবোধের অবক্ষয়, উদ্যোগহীনতা এবং উদ্দেশ্যবিহীনতার কারণে সৃষ্ট সমাজ বিচ্ছিন্নতা এবং সামাজিক অসদাচরণ রোধকল্পে অর্থবহ সাংস্কৃতিক কার্যক্রম আয়োজনের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে;

৪. গ্রামীণ যুব সমাজকে বিভিন্ন ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষাকল্পে মানসিক গুণাবলী অর্জনমুখী শিক্ষা, দেশপ্রেমের বিকাশ, সুস্থ ক্রীড়া ও বিনোদনমূলক কর্মক্ষমতাসহ বিভিন্নমুখী মেধা প্রতিযোগিতায় সম্পৃক্ত করা হবে।

৫.১৪ গ্রামীণ পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন ঃ

১. গ্রামীণ পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠী এবং সমাজের অবহেলিত অংশের উন্নয়নে বর্ধিত সুযোগ এবং প্রাপ্য সম্পদের বর্ধিত অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা হবে;

২. বয়স্ক, দুঃস্থ, পশ্চাৎপদ, স্বামী পরিত্যক্তা, অসহায় বিধবা, জন্মগত বা দূর্ঘটনার মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী ও অনাথ মহিলাদের উন্নয়নের লক্ষ্যে পৃথকভাবে পরিকল্পিত কর্মসূচী গ্রহণ নিশ্চিত করা হবে;

৩. ব্যক্তিগত এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের প্রভাব লাঘবের উদ্দেশ্যে কার্যকরী নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের পদক্ষেপ নেয়া হবে। এ লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক পর্যায়ক্রমে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাসমূহ সুসংহত করা হবে।

৫.১৫ এলাকা ভিত্তিক বিশেষ উন্নয়ন কর্মসূচীঃ

১. বিভিন্ন এলাকার বিরাজমান আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতার কারণে বরেন্দ্র, চরাঞ্চল, দ্বীপাঞ্চল, উপকূলীয় অঞ্চল, পার্বত্য অঞ্চল, হাওর অঞ্চল প্রভৃতি এলাকার সার্বিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষা, মানব সম্পদ উন্নয়ন, পরিবার পরিকল্পনা, কৃষি, পানি সম্পদ, ভৌত অবকাঠামো, আবাসন ইত্যাদি উন্নয়নের উপযুক্ত সমন্বিত কর্মসূচী গ্রহণ ও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হবে এবং দেশের সকল এলাকাকে কোন না কোন এলাকাভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় আনা হবে;

২. বর্ণিত এলাকাসমূহের সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নে মূলতঃ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহকে সম্পৃক্তকরণ ও সমন্বয়ের দায়িত্ব প্রদান করা হবে;

৩. মানুষের সৃজনশীলতা বিকাশের সম্ভাবনা ও সুযোগকে কাজে লাগিয়ে তাঁদেরকে সামাজিকভাবে সংঘঠিত ও সংঘবদ্ধ করার লক্ষ্যে সামাজিক আন্দোলন পরিচালনা করা হবে;

৪. উক্ত এলাকাসমূহে পল্লী উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সুসংহত ও সমন্বিত করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি নিরুপণ এবং জেলা পর্যায়ে স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষকে সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব প্রদান করা হবে;

৫. অঞ্চলভিত্তিক সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচী স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণে ও সম্পৃক্তির মাধ্যমে স্থানীয় চাহিদা নিরুপণের দ্বারা প্রণয়ন করা হবে;

৭. পল্লী উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে অপচয়, দ্বৈততা এবং সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অসম ও অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা পরিহারের লক্ষ্যে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও বন্টনের জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার সকল সরকারী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের অধিকতর সমন্বয় সাধনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৫.১৬ আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনে স্ব-কর্মসংস্থানঃ

১. গ্রামীণ জনগণকে আত্মশক্তিতে উজ্জীবিত হয়ে নিজেদের তথা স্থানীয় সম্পদের সর্বোচ্চ ও সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনে উদ্বুদ্ধ করা হবে;

২. পল্লী এলাকায় স্বকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে প্রথাগত চাকুরীর উপর নির্ভরশীলতা কমানোর সহায়ক পরিবেশ তৈরী করা হবে;

৩. গ্রামীণ কর্মসংস্থান/স্ব-কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে সচেতনতা সৃষ্টি, দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ দান, আর্থিক সেবাসমূহ এবং বিপণন সুবিধাদানের সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণকে গুরুত্ব প্রদান করা হবে;

৫.১৭ পল্লী অঞ্চলে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টিঃ

১. দ্রুত এবং ফলপ্রসূ উন্নয়নের স্বার্থে, বিশেষ করে পল্লীতে বসবাসকারী মানব সম্পদের উন্নয়নকে অধিকতর গুরুত্ব দেয়া হবে;

২. গ্রামে চাহিদাভিত্তিক বৃত্তিমূলক এবং কারিগরী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিভিন্ন পেশাভিত্তিক গোষ্ঠীর দক্ষতা উন্নয়নের জন্য তাঁদের চাহিদার নিরিখে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। এবতেদায়ী মাদ্রাসার অনুকরণে মক্তব/টোল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন পেশাভিত্তিক গোষ্ঠীকে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে;

৩. গ্রামীণ জনগণকে কৃষি ও অকৃষিখাত এবং একই সাথে কম্পিউটার প্রযুক্তিনির্ভর বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত করার জন্য দক্ষতাবৃদ্ধি মূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হবে;

৪. প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞানকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণ, অন্যান্য উপকরণ ও অবকাঠামোগত সুযোগ- সুবিধা প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৫.১৮ পল্লী উন্নয়নে সমবায় ঃ

১. সংবিধানের বিধি-বিধানের সাথে সংগতিপূর্ণ করে একটি উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সৃষ্টি, গ্রামীণ পুঁজিকে সংগঠিত করা, প্রয়োজনীয় পুঁজি সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি ও অকৃষি পণ্যের উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কার্যক্রমের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদির মাধ্যমে দেশের সমবায় আন্দোলনকে আরো সক্রিয় ও অর্থবহ করা হবে;

২. তৃণমূল পর্যায়ে সংগঠন সৃষ্টি এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে এ সকল সংগঠনে স্থানীয় জনগণের অধিকতর সম্পৃক্তি ও সক্রিয় অংশগ্রহণ সম্প্রসারণ করা হবে;

৩. সমবায়কে যুগোপযোগী করার জন্য সমবায় আইনের প্রয়োজনীয় ফলপ্রসূ সংস্কার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা হবে;

৪. সমবায়ের মাধ্যমে কৃষিপণ্য উৎপাদন ও বিপণনের বৃহত্তর নেটওর্য়াক সৃষ্টিকে উৎসাহিত করা হবে;

৫. সমবায় নেতৃত্বের সুষ্ঠু বিকাশকল্পে বার্ড, আরডিএ এবং সমবায় একাডেমীর উদ্যোগে বিভিন্ন উপযোগী প্রশিক্ষণদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে;

৬. উপযোগী সমবায়ের ধ্যান-ধারণা এবং চেতনাকে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে সমবায় কার্যক্রমের বিভিন্ন সফলতাকে জাতীয় প্রচার মাধ্যমে তুলে ধরার ব্যবস্থা নেয়া হবে;

৭. সমবায় ভিত্তিক উদ্যোগ এবং শিল্প কারখানার অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা বিচার করে সরকারী উদ্যোগে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণে সহায়তা প্রদান করা হবে।

৫.১৯ পল্লী পরিবেশ সংরক্ষণঃ

১. গ্রামীণ পরিবেশের উন্নয়নের জন্য পরিবেশবান্ধব ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে;

২. প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা এবং মাটি , গাছপালা, পানির উৎসসমূহ এবং জীবজন্তুর নির্বিচার ব্যবহার ও নিধন রোধ করার জন্য নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা প্রণয়ন ও জাতীয় পরিবেশ আইনের যথাযথ প্রয়োগে সহায়তা দেয়া হবে;

৩. কৃষি ক্ষেত্রে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার কমিয়ে ক্রমান্বয়ে জৈবসারের উপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে;

৪. গ্রামের জনগণকে টেকসই পরিবেশ রক্ষা, স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন এবং মাটি, পানি ও বায়ুদূষণ রোধে সক্রিয় অবদান রাখার জন্য উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে সামাজিক আন্দোলন জোরদার করা হবে।

৫.২০ বিচার ও সালিশী ব্যবস্থাঃ

১. গ্রামীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে গ্রাম পর্যায়ে বিরোধ নিস্পত্তির ঐতিহ্যবাহী অনানুষ্ঠানিক সালিশী ব্যবস্থাকে উৎসাহ প্রদান করা হবে;

২. এ বিষয়ে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় অধিকতর সক্রিয় ভূমিকা পালন উৎসাহিত করা হবে;

৩. গ্রাম আদালতের অভিষ্ট কার্যক্রমকে নিয়মিত, দ্রুত ও ত্রুটিমুক্ত করার বাস্তবসম্মত উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৫.২১ আইন-শৃংখলাঃ

১. গ্রামে চুরি-ডাকাতি ইত্যাদি প্রতিরোধসহ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় গ্রামীণ প্রহরা (কমিউনিটি পুলিশিং) পদ্ধতি প্রবর্তন করা হবে। স্থানীয় সামাজিক সমর্থন ও সহায়তায় নিয়মিত নৈশকালীন পাহারার আয়োজন করা হবে;

২. ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত বিভিন্ন গ্রোথসেন্টার নিজেদের ব্যবস্থাপনায় নিজস্ব সম্পদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার প্রক্রিয়া বহাল রাখবে;

৩. স্থানীয় দুস্কৃতিকারীদের চিহ্নিতকরণ ও অপরাধীদের গ্রেফতারের ব্যাপারে সমাজ কর্তৃক সমবেতভাবে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা হবে;

৪. থানায় রক্ষিত ভিসিএনবি'র (Village Crime Note Book) মর্মানুকরণে গ্রাম ও ইউনিয়ন পরিষদ যৌথভাবে গ্রামে সংঘটিত অপরাধের তথ্য এবং অপরাধীদের কালানুক্রমিক তালিকা সংরক্ষণ করবে;

৫. ইউনিয়ন পরিষদের সাথে আরও সম্পৃক্ত করে ও সংশ্লিষ্ঠতা বাড়িয়ে, গ্রাম এলাকায় আনসার ও ভিডিপি কার্যক্রম আরো দৃশ্যমানভাবে নিয়মিত ও জোরদার করা হবে এবং গ্রামোন্নয়নে তাদের বর্ধিতভূমিকা উৎসাহিত করা হবে।

৫.২২ সংস্কৃতি ও উত্তরাধিকারঃ

১. বাংলাদেশের বিভিন্ন পল্লী অঞ্চলে রূপকথা, উপকথা, লোকজ সাহিত্য ও সংগীতের সমৃদ্ধ ভান্ডার সংরক্ষণ ও বিকাশের সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে;

২. বিভিন্ন এলাকায় অঞ্চলভিত্তিক লোকজ সংস্কৃতি, আচার-অনুষ্ঠান, গ্রামীণ মেলা, পার্বণ ইত্যাদির যথাযথ আয়োজন ও লালনের সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে;

৩. বাংলাদেশের সংস্কৃতির উদ্ভব, বিকাশ ও প্রবাহমানতার স্মারক হিসেবে, পল্লী অঞ্চলে এ যাবত আবিস্কৃত ও চিহ্নিত প্রত্নসম্পদ সংরক্ষণের মাধ্যমে পল্লীর জনগণের মধ্যে ইতিবাচক মানসিকতা সৃষ্টি করা হবে।

৫.২৩ খেলাধুলা ঃ

১. পল্লীর ঐতিহ্যবাহী খেলাধুলা যথাঃ হাডুডু, দাঁড়িয়াবান্ধা, গোল্লাছুট, কানামাছি, বলী/কুস্তি, লাঠিখেলা, নৌকাবাইচ, সাঁতার প্রভৃতিকে উৎসাহ দেয়া হবে এবং এ সকল খেলাধুলাকে জাতীয় ও সার্কসহ আঞ্চলিক প্রতিযোগিতায় অন্তর্ভূক্তির ব্যবস্থা নেয়া হবে;

২. প্রতিশ্রুতিশীল পল্লীবাসীর সম্মানজনক বিকল্প পেশার উৎস হিসেবে জাতীয় জনপ্রিয় ফুটবল, ভলিবল, হকি, ক্রিকেট প্রভৃতি খেলার দক্ষ খেলোয়াড় তৈরীর জন্য পল্লী সংগঠনসমূহ কর্তৃক উদ্যোগ গ্রহণ ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা হবে;

৩. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক তাদের নিয়মিত কার্যক্রমে সারাবছরব্যাপী বিভিন্ন ক্রীড়ানুশীলন পরিচালনায় সহায়তা দান এবং নিয়মিত প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে;

৪. দেশের প্রতিটি গ্রামে খেলাধুলার জন্য প্রয়োজনীয় মাঠের সংস্থান এবং এগুলো সংরক্ষণ করা হবে।

৫.২৪ বিদ্যুৎ ও জ্বালানী শক্তিঃ

১. গ্রামীণ জীবনযাত্রা এবং গ্রামীণ অর্থনীতির মান উন্নয়নের জন্য গ্রামাঞ্চলে পল্লী বিদ্যুৎ কার্যক্রমের দ্রুত সম্প্রসারণ করা হবে;

২. বিকল্প জ্বালানীর উৎস হিসেবে সৌরশক্তি, বায়োগ্যাস, সৌরচুল্লী, বায়ুকল ইত্যাদির ব্যবহার সম্প্রসারণের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং উন্নত চুলার ব্যবহার সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে;

৩. গৃহপালিত পশুর বর্জ্য জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার এবং বৃক্ষসম্পদ নির্বিচারভাবে নিধন নিরুৎসাহিত করা হবে;

৪. ইটের ভাঁটা ও গৃহস্থালির কাজে কাঠের বিকল্প জ্বালানীর উৎস উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৫.২৫ গবেষণা ও প্রশিক্ষণঃ

১. লাগসই পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী/প্রকল্প প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দক্ষ পরিকল্পনাবিদ ও পর্যাপ্ত সংখ্যক দক্ষ প্রকল্প পরিচালনা ও নেতৃত্ব তৈরীর জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে;

২. মানব সম্পদ উন্নয়নে নিয়োজিত সকল প্রতিষ্ঠান/এজেন্সির কর্মকর্তা ও অনুষদ সদস্যদের বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সেক্ষেত্রে পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনে নিয়োজিত সকল প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে;

৩. গবেষণার বিষয় নির্বাচন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে পল্লীর জনগণের অনুভূত সমস্যা সমাধানে সুপারিশ প্রণয়নমুখী শিক্ষামূলক গবেষণার পরিবর্তে, অনুভূত সমস্যা সমাধানে বাস্তবধর্মী ও প্রায়োগিক গবেষণাকে প্রাধান্য দেয়া হবে;

৪. পল্লী অঞ্চলের বিভিন্নমুখী সমস্যা সমাধানকল্পে উদ্ভাবনী ধারণা সৃষ্টির জন্য পল্লী জনগণ এবং উন্নয়ন প্রত্যাশী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত সকল সরকারী ও বেসরকারী কর্মী এবং জনসাধারণকে উৎসাহ প্রদান করা হবে।

৫.২৬ তথ্য প্রচার ও তথ্য ভান্ডার ঃ

১. পল্লী উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য গণমাধ্যম, লোকজ মাধ্যম ও আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগের মাধ্যমে তুলে ধরার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

২. পল্লী উন্নয়নের বিভিন্ন সেক্টরে গবেষণা পরিচালনার জন্য বিষয়ভিত্তিক তথ্য ও উপাত্ত কম্পিউটার প্রযুক্তির মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে;

৩. সমধর্মী দেশী ও বিদেশী, বিভিন্ন গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যোগাযোগ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তথ্য ভান্ডার সমৃদ্ধ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;

৪. বার্ড,কুমিল্লা, আরডিএ, বগুড়া, আরডিটিআই, সিলেট, সমবায় প্রশিক্ষণ একাডেমী এবং জাতীয় পর্যায়ের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়ভাবে পল্লী উন্নয়ন সংক্রান্ত গবেষণা, প্রশিক্ষণ, প্রকল্প অভিজ্ঞতা, সরকারী ও বেসরকারী উন্নয়ন কার্যক্রম ইত্যাদিসহ প্রাসঙ্গিক সকল বিষয়ে 'তথ্য ভান্ডার' হিসাবে গড়ে তোলা হবে এবং সংগৃহীত সকল তথ্য ও উপাত্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে সকল স্তরের ব্যবহারকারীর জন্য উন্মুক্ত, সুলভ ও অবারিত রাখা হবে।

৫.২৭ পল্লী উন্নয়নে অবদান রাখার স্বীকৃতিঃ

১. পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরুপ সরাসরি সম্পৃক্ত গ্রামবাসী, জনসেবামূলক কাজে নিয়োজিত পেশাজীবি, চাকুরীজীবী এবং বুদ্ধিজীবীগণকে জাতীয় পুরস্কার প্রদান করা হবে;

২. পল্লী উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৃহত্তর জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে পল্লী প্রশাসন, দারিদ্র্য বিমোচন, কৃষি প্রযুক্তির উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয়ে প্রতিযোগিতা আহবানের মাধ্যমে উদ্ভাবনীমূলক ধারণা সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে ও প্রচলিত ব্যবস্থা উন্নয়নে সহায়ক উদ্ভাবনী ধারণাদাতাকে যথাযথভাবে পুরস্কৃত করা হবে।

৫.২৮ এনজিও ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অবদানঃ

১. বেসরকারী সংস্থা, স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান, অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান, বেসরকারী খাত এবং উন্নয়নে নিয়োজিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে পল্লী উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য অধিকতর উৎসাহ প্রদান করা হবে এবং সকলের সেবাকে সমন্বিতভাবে এবং দক্ষতার সাথে পল্লী জনগণের কাজে লাগানোর ও কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা নেয়া হবে;

২. বিভিন্ন পর্যায়ে অবস্থিত সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের সাথে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নিবিড় যোগাযোগ ও সম্পৃক্ততা স্থাপন করা হবে;

৩. বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে নিয়োজিত বেসরকারী সংস্থা এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যারা পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে সফলভাবে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, তাদেরকে জাতীয়ভাবে পুরস্কৃত করার মাধ্যমে অধিকতর সুসংহত অবদান রাখার জন্য উৎসাহিত করা হবে।

৫.২৯ বয়োজ্যেষ্ঠদের জন্য সহায়তা ঃ

১. পল্লী অঞ্চলের পশ্চাৎপদ বয়োজ্যেষ্ঠ লোকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধরণের সহায়তা যেমন- গৃহহীন পুরুষ ও মহিলাদের জন্য গৃহ নির্মাণ, বয়স্ক ভাতা প্রদান, চিকিৎসাভাতা, বিনোদন সুবিধা এবং সামাজিক নিরাপত্তা বিধান ইত্যাদি প্রদান করা হবে;

২. বয়োজ্যেষ্ঠদের পারিবারিক ও সামাজিকভাবে সম্মান প্রদর্শনের সনাতন জাতীয় ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও শক্তিশালী করা হবে।

৫—

৫.৩০ আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহায়তা ঃ

১. পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের অর্জিত মূল্যবান অভিজ্ঞতা, প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং আন্তর্জাতিক সহায়তা বিনিময়ের বিদ্যমান ব্যবস্থাকে আরও বেগবান করা হবে;

২. আন্তর্জাতিক সংগঠন, সম্প্রদায় ও উন্নয়ন সহযোগীদের দেশের পল্লী উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে;

৩. পল্লী উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অধিকতর সহযোগিতার লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিশেষ করে সার্ক, সিরডাপ এবং ডি-এইট গ্রুপভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে আঞ্চলিক ফোরাম গঠনের প্রচেষ্টা নেয়া হবে।

৬.০ বাস্তবায়নের কলা- কৌশল ও উপায় পদ্ধতি ঃ

১. পল্লী উন্নয়নকে যথাযথ গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার প্রদান করার উদ্দেশ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি জাতীয় পল্লী উন্নয়ন কাউন্সিল গঠিত হবে এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীবর্গ এই কমিটির সদস্য হবেন। এই কমিটি জাতীয় পল্লী উন্নয়ন নীতির উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য নীতিগত দিক-নির্দেশনা প্রদান করবে। এছাড়াও, জাতীয় কাউন্সিলকে প্রয়োজনীয় উপদেশ-পরামর্শ দেয়া ও নীতির যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে একটি জাতীয় ষ্টীয়ারিং কমিটি গঠিত হবে;

২. জাতীয় পল্লী উন্নয়ন নীতির যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিবের সভাপতিত্বে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় ষ্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হবে। এই কমিটির সদস্য হিসেবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/এজেন্সি থেকে ন্যূনতম যুগ্ম-সচিবের পদমর্যাদা সম্পন্ন একজন করে প্রতিনিধি এবং পল্লী উন্নয়নে নিয়োজিত নির্বাচিত বেসরকারী সংস্থা এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধি থাকবেন। কমিটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা সমূহের কাজের সমন্বয় সাধন ও সহযোগিতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে জাতীয় পল্লী উন্নয়ন নীতি পরিবীক্ষণ এবং বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করবে। এছাড়া, জিও-এনজিও'র মধ্যে সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় কার্যক্রমে অংশীদারিত্বের উন্নয়ন, সমন্বয় সাধন এবং একাধিক সংস্থার অভিন্ন লক্ষ্য অর্জনের জন্য পরিচালিত কাজের দ্বৈততা পরিহার করার মাধ্যমে মূল্যবান সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার বিষয়টি এ কমিটির উপর অর্পিত হতে পারে;

৩. স্থানীয় পর্যায়ে সকল উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের সমন্বয় ও তদারকির জন্য জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে পৃথক পৃথক সমন্বয় কমিটি গঠন করা হবে। জেলা পর্যায়ে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান সমন্বয় কমিটির নেতৃত্ব প্রদান করবেন। স্থানীয় প্রতিনিধি, গণ্যমান্যব্যক্তি এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার উন্নয়নে নিয়োজিত সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধি এই কমিটিতে অন্তর্ভূক্ত হবেন;

৪. স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক অন্যান্য মন্ত্রণালয়কে পল্লী উন্নয়ন সংক্রান্ত কর্মসূচী বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমন্বয়কের ভূমিকা পালন ছাড়াও অন্যান্য সহযোগিতা প্রদান করা হবে এবং মাঠ পর্যায়ের কর্মীগণও এই ক্ষেত্রে অনুরূপ সহযোগিতা প্রদান করবেন;

৫. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমহূকে, বিশেষ করে ইউনিয়ন পরিষদকে অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার সহযোগিতায় পল্লী উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়নে কার্যকরী ভূমিকা পালনের নিমিত্তে যথাযথ সালিশ, অতিরিক্ত দায়িত্ব এবং সম্পদের মাধ্যমে শক্তিশালী ও কার্যকর করা হবে। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, জনগণ এবং সরকারী উন্নয়ন কর্মীদের মধ্যে কার্যকর যোগাযোগ ও সম্পর্ক সৃষ্টির ফোরাম হিসাবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে ব্যবহার করা হবে;

৬. স্থানীয় সরকার সংস্থাসমূহকে জনগণের কাছে সরাসরি দায়বদ্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ লক্ষ্যে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সকল স্তরে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সম্পৃক্তি নিশ্চিত করা হবে;

৭. জাতীয় পল্লী উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দেশে এবং বিদেশে বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত সমীক্ষা, গবেষণা এবং প্রায়োগিক গবেষণালব্ধ ফলাফল ও অভিজ্ঞতা আত্মস্থ এবং সমন্বিত করে ফলপ্রসূ কৌশল ও কর্মসূচী প্রণয়ন করা হবে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক এ সকল কৌশল অনুসরণপূর্বক প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধনসহ পল্লী উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হবে। মন্ত্রণালয় কর্তৃক উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এ জাতীয় অনুশীলনে পল্লীর জনগণের অংশগ্রহণ ও সম্পৃক্তি নিশ্চিত করা হবে;

৮. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগকে দক্ষ কারিগরী বিশেষজ্ঞ ও সহায়ক উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে শক্তিশালী করার জন্য একটি নীতি ও কৌশল প্রণয়ন ইউনিট সৃষ্টি করা হবে। এই কারিগরী সহায়তা কাঠামোটি পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগকে পল্লী উন্নয়ন সংক্রান্ত কলা-কৌশল, কর্মসূচী ও উদ্ভাবনী প্রকল্প প্রণয়নে ও হালনাগাদকরণে সহযোগিতা প্রদান করবে। এছাড়া, উক্ত ইউনিট পল্লী উন্নয়ন নীতির আলোকে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, তাঁদের আয়-উপার্জনবৃদ্ধিসহ সার্বিক গ্রাম উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে। উল্লিখিত ইউনিট কর্তৃক জাতীয় পল্লী উন্নয়ন কাউন্সিল ও জাতীয় ষ্টীয়ারিং কমিটিকে প্রয়োজনীয় সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদান করা হবে। অধিকন্তু কর্মসূচীসমূহের বাস্তবায়ন কাজ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণের ক্ষেত্রে একটি আধুনিক ব্যবস্থাপনা সহায়ক তথ্য পদ্ধতি (MIS) প্রণয়নের দায়িত্ব উক্ত ইউনিটের উপর অর্পণ করা হবে।

৯. মানুষের সৃজনশীলতা ও সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে, মানুষকে তার উন্নয়নের লক্ষ্যে সামাজিকভাবে নিম্নোক্ত উপায়ে সংগঠিত ও সংঘবদ্ধ করা হবে ঃ

(ক) গ্রামবাসীর নিজস্ব সংগঠন সৃষ্টি, বিনিয়োগ তহবিল সৃষ্টি ও পুঁজি সরবরাহের লক্ষ্যে তাঁদের নিয়মিত সঞ্চয় সংগ্রহ এবং দক্ষতা বৃদ্ধি। গ্রামবাসীদের মধ্য থেকে নিবেদিতপ্রাণ সত্যিকার গ্রামকর্মী বিশেষজ্ঞরা নানা ক্ষেত্রে, যেমন- মৎস্য, পশুপালন, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা, ফলমূল, শাক-সবজি ইত্যাদি, নিজ নিজ সংগঠনের সদস্যদের প্রশিক্ষণ দিয়ে, প্রত্যেক সংগঠন সদস্যদের দক্ষ করে গড়ে তুলবেন। এভাবেই কেবলমাত্র গ্রামবাসীরা নিজেরাই নিজ নিজ উন্নয়নের সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে সক্ষম হবেন;

(খ) জনগণ যে সকল সুযোগ ও সম্ভাবনাকে নিজেদের প্রয়োজনে কাজে লাগাতে চান, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তা চিহ্নিত করতে হবে। বাইরের সাহায্যে বা হস্তক্ষেপের মাধ্যমে যা পূরণ করা যেতে পারে,এমন ধরণের দাবি-দাওয়া বা চাহিদা থেকে এটি পৃথক হতে হবে;

(গ) মানুষের নিজস্ব ক্ষমতা, দক্ষতা, আগ্রহ, সম্পদের চাহিদা এবং তার সরবরাহ, স্থায়ীত্ব, সমতাভিত্তিক বন্টন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে উপরে বর্ণিত চিহ্নিত প্রয়োজন ও সুযোগসমূহকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার সম্ভাব্যতা নিরুপণ যাচাই;

(ঘ) বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ আহরণ ও তা সহজে গ্রামবাসীর কাছে সহজলভ্য করে পৌঁছানোর ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঙ) গ্রামবাসী তথা গ্রাম সংগঠনের সাথে সরকারী বিভিন্ন দফতর, ইউনিয়ন পরিষদ, বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সহযোগী, দাতা সংস্থাসহ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ স্থাপন, প্রয়োজনীয় তদবির-তদারক করা ও তাদের কাছে সমস্যাগুলো তুলে ধরার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

১০. (ক) তৃণমূল পর্যায়ে নিজস্ব সংগঠন সৃষ্টির মাধ্যমে যদি গ্রামবাসী, বিশেষ করে গরীব-দুঃখী মানুষদের সংগঠিত ও সংঘবদ্ধ করে, তাঁদের সম্ভাবনা ও সৃজনশীলতা কাজে লাগানো যায়, তবে গ্রামবাসীরা নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নে নিজেরাই এগিয়ে যেতে পারেন। উক্ত প্রক্রিয়ায় প্রত্যয়ী গ্রামবাসীরা দারিদ্র্য বিমোচনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণে ধীরে ধীরে আস্থা অর্জনেও সক্ষম হন;

(খ) দেশের প্রতিটি উপজেলাতেই একই ধরণের উপায়-পদ্ধতি ও কলা-কৌশলের মাধ্যমে এবং একই প্রক্রিয়া অবলম্বন করে, দেশের প্রতিটি গ্রামের সাধারণ মানুষদের সংগঠিত ও সংঘবদ্ধ করা সম্ভব। এটি একটি সামগ্রিক প্রক্রিয়া, খন্ড খন্ড বা বিচ্ছিন্নভাবে না দেখে, গ্রাম উন্নয়নের বিষয়টি সার্বিকভাবে ও সমন্বিত রূপে বিবেচনা করে, দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব;

(গ) গ্রাম উন্নয়ন তথা গ্রামবাসীরা নিজের পায়ে দাঁড়ানোর বিষয়ে সাহায্য-সহযোগিতা প্রদানের জন্য তাঁদেরকে সামাজিকভাবে সংঘবদ্ধ ও সংগঠিত করে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও গ্রাম উন্নয়নের বিষয়টি সার্বিক ও সমন্বিতভাবে বিবেচনা করা হলে, নানা ধরণের সহায়তা যেমন- গ্রামবাসীদের আর্থিক ও কৌশলগত বিভিন্ন সহায়তা প্রদান, গ্রামবাসী কর্তৃক চিহ্নিত স্থানীয় পর্যায়ের প্রকল্পসমুহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক, কারিগরী ও অন্যান্য সহায়তা দান, সংগঠনগুলোর দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ, সার্বিকভাবে একটি অনুকুল পরিবেশ ও সক্ষম অবকাঠামোগত সহায়ক পরিবেশ গড়ে তোলা ইত্যাদি অব্যাহতভাবে নিশ্চিত করার প্রয়োজন রয়েছে;

(ঘ) গ্রামবাসীদের নিজের পায়ে দাঁড়ানোর বিষয়ে সাহায্য-সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে তাঁদেরকে সামাজিকভাবে সংঘবদ্ধ ও সংগঠিত করে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও গ্রাম উন্নয়নের বিষয়টি সার্বিকভাবে ও সমন্বিতরূপে বিবেচনা করলে প্রতীয়মান হয় এ লক্ষ্যে একটি প্রাতিস্ঠানিক কাঠামো গঠনের মাধ্যমে প্রস্তাবিত কর্মসূচীর সুস্ঠু বাস্তবায়নের বিষয়ে অব্যাহতভাবে সহায়ক বা সহায়তাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে ভূমিকা পালনের প্রয়োজন রয়েছে। এ ধরণের সহায়তার মধ্যে নিজস্ব সংগঠন সৃষ্টি, সঞ্চয় ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্রামবাসীদের উদ্বুদ্ধকরণ, তাঁদেরকে আর্থিক ও কৌশলগত বিভিন্ন সহায়তা প্রদান, স্থানীয় পর্যায়ে সহায়তা দান, সংগঠনগুলোর দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নানা পদক্ষেপ গ্রহণসহ সার্বিকভাবে একটি অনুকুল পরিবেশ ও সক্ষম অবকাঠামোগত সহায়ক পরিবেশ গড়ে তোলা ইত্যাদি বিষয়ের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

৭.০ উপসংহার ঃ

পল্লী এলাকার অবকাঠামোগত দৃশ্যমান উন্নয়নের পাশাপাশি, গ্রামবাসীর ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলা, আয়-উপার্জন বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নসহ সার্বিক গ্রামোন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় পল্লী উন্নয়ন নীতিতে পরনির্ভরশীলতা ও সাহায্য-ভারাক্রান্ত মন-মানসিকতার পরিবর্তে, আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী, প্রত্যয়ী ও প্রতিশ্রুতিশীল মানুষ সৃষ্টির অংগীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। এজন্য প্রথমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে কার্যকর, উপযোগী, দক্ষ এবং স্ব-উদ্যোগে উদ্ভাবনীমূলক দায়িত্বগ্রহণে আগ্রহী করে তোলার জন্য অনুঘটক হিসাবে দায়িত্ব ও ভূমিকা পালনে সহায়ক যথাযথ প্রশিক্ষণের উপর জোর দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে, অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি ও সহায়ক শক্তি হিসাবে দায়িত্ব ও ভূমিকা পালনে স্থানীয় সরকার এবং সাধারণ প্রশাসনকে সক্রিয় করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়ন আবশ্যক হবে। কৃষকের উন্নত জীবন এবং গ্রামে অবস্থানের আগ্রহ সৃষ্টির জন্য দ্রুততর প্রক্রিয়ায় পল্লী এলাকায় সকল ধরণের আধুনিক প্রযুক্তি হস্তান্তর ও সুযোগ-সুবিধাদি থাকা নিশ্চিতকরণ এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নের ব্যাপ্তি ও প্রসার আরো ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন হবে। জাতীয় পর্যায়ে সরকারের সুনির্দিষ্ট নীতি ও লক্ষ্য নির্ধারণপূর্বক তা বাস্তবায়নের জন্য সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী পর্যায়ের পরিপূর্ণ ও দৃঢ় অংগীকার, এর সুস্পষ্ট

প্রতিফলন, বাস্তবায়নের সদিচ্ছা, যা নিম্নতম পর্যায় পর্যন্ত প্রতিফলিত হতে হবে এবং পরিকল্পিতভাবে অত্যন্ত সচেতন প্রয়াস ও কার্যক্রম গ্রহণকে এ বিষয়ে আবিশ্যিক পূর্বশর্ত হিসাবে ধরা যেতে পারে। বক্ষ্যমান নীতিমালায় জনগণ, জনপ্রতিনিধি,সরকারের সকল বিভাগ, মন্ত্রণালয়, সংস্থা এবং অন্যান্য সকল সহায়ক শক্তির সমন্বিত উদ্যোগের একটি চালচিত্র ও রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে। প্রস্তাবিত নীতিমালার যথাযথ ও আন্তরিক অনুসরণে সকলের সামগ্রিক প্রচেষ্টা দারিদ্র্য দূরীকরণের অভিন্ন লক্ষ্যে পরিকল্পিতভাবে পরিচালিত হয়ে, দেশের সংবিধানে প্রতিশ্রুত পল্লী উন্নয়নের ধারণাকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে বাস্তবরূপ দিতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়। "জাতীয় পল্লী উন্নয়ন নীতি-২০০১" বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলে একটি গ্রহণযোগ্য রূপরেখা হিসাবে সকল উন্নয়নকামী মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে বলে প্রত্যাশা।

বাঃসঃমুঃ-২০০১/০২—২২৫৭কম/১(৯)—১০০০ বই, ২০০১